26T MBEN

2016

BENGALI

(MODERN INDIAN LANGUAGE)

Full Marks : 100

Pass Marks : 30

Time : Three hours

The figures in the margin indicate full marks for the question

১। অর্থ লেখো ঃ ১+১=২

(ক) পদরজ *অথবা* কন্দর

(খ) সম্মত *অথবা* অভিরুচি

২। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ ১×৮=৮

(ক) 'রূপসী বাংলা' কাব্যটি কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল ?

(খ) রূপাই-র মুখের স্নিগ্ধতাকে কবি কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন ?

(গ) রবীন্দ্রনাথ কোন দেশকে দুর্ভাগা সম্বোধন করেছেন ?

(ঘ) বুদ্ধগয়া কেন বিখ্যাত ?

(ঙ) রাজশেখর বসু কোন ছদ্মনামে লিখতেন ?

(চ) পল্টুর পিতার নাম কী ?

(ছ) কত সালে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা এবং গবেষণা পরিষদ মূল্যবোধের তালিকা প্রস্তুত করেছেন ?

(জ) 'কৈশোর কাল' শব্দটি কোন শব্দ থেকে উদ্ভূত ?

৩। টীকা লেখো ঃ ২+২=৪

(ক) কনফুসিয়াস্ *অথবা* চাঁদ সদাগর।

(খ) চার্বাক *অথবা* নেপোলিয়ান।

৪। *যে কোনো তিনটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ৩×৩=৯

(ক) 'পরেশ' গল্পে বিমলের জেল হওয়ার কারণ বিশদ করো।

(খ) পল্টুর অসুস্থ অবস্থায় পরেশ কোষ্ঠী নিয়ে কার কাছে গিয়েছিলেন ? তিনি কী বিধান দিয়েছিলেন ?

(গ) সাধারণ লোকের বিচারে কেন ভুল হয়, 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি' পাঠটি অবলম্বনে লেখো।

(ঘ) "তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে – আমাদের কি নাই"– কে, কাকে, কখন এই কথা বলেছে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লেখো।

৫। *যে কোনো দুটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ৩×২=৬

(ক) "বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।"

কার প্রতি কবি কেন এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন আলোচনা করো।

(খ) *'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতায় উল্লেখ রয়েছে এমন তিনটি গাছের নাম অথবা তিনটি পাখির নাম* উল্লেখ করো।

(গ) '......... — "ছেলে নয়, ও 'পাগল' লোহা যেন!'

কে বা কারা রূপাইর সম্পর্কে এমন মন্তব্য করেছেন এবং কেন করেছেন আলোচনা করো।

৬। *যে কোনো দুটি* প্রশ্নের উত্তর দাও — ৪×২=৮

(ক) মূল্যবোধ কীভাবে আহরণ করা যায় ? মূল্যবোধ শিক্ষা আমাদের কী প্রয়োজন সাধন করে আলোচনা করো।

অথবা

পাঠ্যাংশ অবলম্বনে *যে কোনো দুই* প্রকার মূল্যবোধের সম্পর্কে আলোচনা করো।

(খ) কৈশোরকালে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের জন্য বিভিন্ন শিক্ষানীতি কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, বিস্তৃতভাবে লেখো।

অথবা

কৈশোর কালের উপযোগী শিক্ষার সঙ্গে মূল্যবোধের শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। — এই মন্তব্যের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তিসহ আলোচনা করো।

৭। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো ঃ ৪+৫=৯

(ক) একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার
কেঁদেছিল পায়।

অথবা

কালোয় যে জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারি পদরজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।

(খ) অধর্ম চোরের নহে — চোরে যে চুরি করে সে অধর্ম কৃপণ-ধনীর।

অথবা

গত একশ দেড়শ বৎসরের মধ্যে এক নূতন রকম আপ্তবাক্য সকল দেশের জনসাধারণকে অভিভূত করেছে বিজ্ঞাপন।

৮। *যে কোনো দুটি* প্রশ্নের উত্তর দাও — ৪

(ক) "এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।"— তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

অথবা

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি প্রাণের ঠাকুরে।"

'দুর্ভাগা দেশ' কবিতাটি অবলম্বনে উদ্ধৃতাংশটির নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করো।

(খ) 'মানুষের মন' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ৫

অথবা

'বিড়াল' প্রবন্ধে বিড়ালকে দরিদ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে দেখিয়ে লেখক দরিদ্র সমাজের অবস্থা কীভাবে বর্ণনা করেছেন, আলোচনা করো।

৯। নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও — ১×৪=৪

(ক) সূত্র নির্দেশ করে সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ *(যে কোনো চারটি)*

অধোগতি ; উল্লেখ ; মহৌষধ ; স্বাগত ; বিদ্যালয় ; নরেন্দ্র।

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো ঃ *(যে কোনো তিনটি)* ৩×২=৬

শাখাচ্যুত ; চৌমাথা ; হাটবাজার ; নীললোহিত ; লাঠালাঠি ; উপদ্বীপ।

(গ) প্রত্যয় নির্ণয় করো ঃ *(যে কোনো চারটি)* ১×৪=৪

খোদাই ; ঘুমন্ত ; মধুরতা ; রাখাল ; মুটেগিরি ; উজান।

(ঘ) নিম্নলিখিত বাগ্‌বিধিগুলির অর্থ লেখো এবং বাক্য রচনা করো ঃ *(যে কোনো দুটি)* ২×২=৪

তীর্থের কাক ; পোয়া বারো ; বুদ্ধির ঢেঁকি ; কূপমণ্ডুক।

(ঙ) ***যে কোনো দুটি*** প্রবাদের অর্থ লেখো ঃ ১×২=২

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ; ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা ; অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ; আপনি ভালো তো জগৎ ভালো।

১০। (ক) ***যে কোনো একটি*** বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো ঃ ১৫

(১) অসমের বন্যা ও তার প্রতিকার

(২) তোমার প্রিয় সাহিত্যিক

(৩) স্বাবলম্বিতা

(৪) সভ্যতায় বিজ্ঞানের অবদান

(খ) সারাংশ লেখো ঃ ১০

জন্তুরা আহার পায় বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটাকেই বিনা তর্কে মেনে নেয়। কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড়ো স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী। বাইরে থেকে যা ঘটে, যাতে তার নিজের কোনো হাত নেই, কোনো সায় নেই, সেই ঘটনাকে মানুষ একেবারে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করেনি বলেই জীবের ইতিহাসে সে আজ এতো বড়ো গৌরবের পদ দখল করে বসেছে। আসল কথা, মানুষ একেবারেই ভালো মানুষ নয়। ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানুষ বলেছে, বিশ্বঘটনার উপর সে কর্তৃত্ব করবে। কেমন করে করবে ? না, ঘটনার পিছনে যে প্রেরণা আছে, যার থেকে ঘটনাগুলো বেরিয়ে এসেছে, তারই সঙ্গে কোনোমতে যদি রফা করতে বা তাকে বাধ্য করতে পারে তা হলেই সে আর ঘটনার দলে থাকবে না, ঘটয়িতার দলে গিয়ে ভর্তি হবে। সাধনা আরম্ভ করলে মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে। গোড়ায় তার বিশ্বাস ছিল, জগতে যা কিছু ঘটছে এ সমস্তই একটা জাদুশক্তির জোরে। সেই জাদুমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যে চেষ্টা শুরু করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি। সেই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্ছে ঃ মানব না, মানাব।

অথবা

শত কণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম,
মায়ের রাখিব মান — লয়েছি এ মহাব্রত
আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা,
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত।
সাক্ষী তুমি মহাশূন্য, না লব বিদেশী পণ্য,
ঘুচাব মায়ের দৈন্য — করিলাম এ শপথ।
পরি ছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আজ।
মায়ের দীনতা-লাজ হবে দূর পরাহত,
এই আমাদের ধর্ম, এই জীবনের কর্ম,
এই বস্ত্র, এই ধর্ম, এই আমাদের মুক্তিপথ।
নমো নমো বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি,
তোমার চরণে নমি, নরনারী মোরা যত।

——×——